যায়যায়দিন

6 SEP 2009
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

খুলনায় আলোচনা সভায় আবুল বারকাত

দেশে মাদ্রাসা থাকলে ভিশন ২০২১ বাস্তবায়ন হবে না

খুলনা অফিস

জাতীয় বাজেটে খুলনাসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়নে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি বিষয়ক মুক্ত আলোচনার মুখ্য আলোচক বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. আবুল বারকাত বলেছেন, দেশের প্রতি তিনজন ছাত্রের মধ্যে একজন মাদ্রাসা ছাত্র হওয়ায় ভিশন-২০২১ বাস্তবায়ন করা দুঃসাধ্য হবে। দেশের উন্নয়নের স্বার্থে এর অবসান হওয়া দরকার। সংবিধানের পরিবর্তন না ঘটিয়ে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

শনিবার খুলনার একটি অভিজাত হোটেলে বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির সভাপতি লিয়াকত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন নৌপরিবহনমন্ত্রী মো. শাজাহান খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, নজরুল ইসলাম মঞ্জু এমপি, অ্যাডভোকেট সোহরাব আলী সানা এমপি ও মন্ত্রী গোলাম মওলা এমপি। মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হারুনুর রশিদ, সাধারণ সম্পাদক এস এম মোস্তফা রশিদী সুজা, বিএনপি নেতা সাবেক এমপি এম নুরুল ইসলাম, মাদ্রাসা : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৮

মাদ্রাসা : দেশে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি বিএনপি নেতা শাহারুজ্জামান মোর্তুজা, নগর জামাত সভাপতি সাবেক এমপি আবদুল গফফার বিশ্বাস, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. নওশের আলী মোড়ল, শরীফ মো. ফজলুর রহমান, হায়দার গাজী সালাউদ্দিন রুনু প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শাহনেওয়াজ নাজিমুদ্দিন আহমেদ।

মূল প্রবন্ধে খুলনায় বিমানবন্দর স্থাপন, আকরাম পয়েন্টে গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপন ও বন্ধ শিল্প কল-কারখানা চালু, সুন্দরবন সংরক্ষণ এবং ঘূর্ণিঝড়-আইলাদুর্গতদের পুনর্বাসনসহ ১৭টি সুপারিশ করা হয়। অন্য বক্তারা বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘ ৩৮ বছর খুলনাসহ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল বঞ্চনার শিকার। এর আগে যে সরকারগুলো ক্ষমতায় এসেছে তারা কেউই এ অঞ্চলের উন্নয়ন করেনি। তাছাড়া মন্ত্রিসভাগুলোতে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কোনো প্রভাবশালী সদস্য না থাকার কারণেও এ অঞ্চল আঞ্চলিক বৈষম্যের শিকার হয়েছে। তারা বর্তমান সরকারের কাছে নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নসহ এ অঞ্চলের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের দাবি জানান।

অনুষ্ঠানে খুলনা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ও মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক সাহারুজ্জামান মোর্তুজা আলোচকদের কিছু মন্তব্যের প্রতিবাদ করলে উপস্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগ কর্মীরা তার ওপর মারমুখী হয়ে উঠেন। তাদের আচরণে অনুষ্ঠানস্থলে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। পরে আয়োজকদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এরপর আবুল বারকাতকে নিয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করেন। অনুষ্ঠানটি খুলনার স্থানীয় ক্যাবল নেটওয়ার্ক খুলনা ভিশন সরাসরি সম্প্রচার করছিল। ছাত্রলীগ কর্মীদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের সময় তারা সম্প্রচার সাময়িকভাবে বন্ধ রাখে।